জীবননগরে ক্লিনিকের নার্সকে গলা কে*টে হ*ত্যা

জীবননগরে হাফিজা খাতুন (৩০) নামের এক নার্সকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌর এলাকার মা নার্সিং হোম ক্লিনিকের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

হাফিজা খাতুন ওই ক্লিনিকের নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত এটা এখনো জানা যায়নি।
ক্লিনিকের এক সহকর্মী জানান, রাতে ক্লিনিকের দ্বিতীয়তলায় হাফিজার সাথে আলাপচারিতা শেষে তৃতীয় তলায় যান। পরবর্তীতে কিছুক্ষন পর দ্বিতীয়তলায় এসে হাফিজাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন তিনি। কারা এমন ঘটনা ঘটিয়েছে জানা নেই। পরে স্থানীয়দের সহযোগীতায় রক্তাক্ত অবস্থায় হাফিজা খাতুনকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

তিনি আরও বলেন, সকালে নিহতের স্বামী এই ক্লিনিকে এসেছিলেন। হাফিজার সঙ্গে কোন কারণে বাকবিতণ্ডতা হয়। এরপরই সেখান থেকে তিনি চলে যান।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. রাগবির হাসান বলেন, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দিন আল আজাদ (পিপিএম-সেবা) ও চুয়াডাঙ্গা সার্কেল এসপি জাকিয়া সুলতানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও

সাংবাদিক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

উৎসব উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শুরু হয় ভোট গণনা কার্যক্রম। নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে ।

প্রেসক্লাবের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে রাজীব হাসান কচি-নাজমুল হক স্বপন প্যানেল ও ফাইজার চৌধুরী-বিপুল আশরাফ প্যানেল।

অপরদিকে, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের নির্বাচনেও দুটি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। একটিতে শেখ সেলিম-এমএ মামুন ও অপরটিতে সরদার আল-আমিন-কামরুজ্জামান চাঁদ।

নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করেন, প্রেসক্লাবের সভাপতি পদে রাজীব হাসান কচি ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী ফাইজার চৌধুরী পেয়েছেন ২২ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে বিপুল আশরাফ ২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী নাজমুল হক স্বপন পেয়েছেন ২১ ভোট। সাংবাদিক সমিতির সভাপতি পদে সরদার আল আমিন ২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী শেখ সেলিম পেয়েছেন ১৯ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদে কামরুজ্জামান চাঁদ ২৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী এমএ মামুন পেয়েছেন ২১ ভোট।

প্রেসক্লাবের অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, সহসভাপতি পদে রফিক রহমান ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী আহাদ আলী মোল্লা পেয়েছেন ১৯ ভোট। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে ইসলাম রকিব ২৫ ভোট পেয়ে পূনরায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী হুসাইন মালিক পেয়েছেন ২০ ভোট। অর্থ সম্পাদক পদে আতিয়ার রহমান ২৪ ভোট পেয়ে পূনরায় নির্বাচিত হয়েছেন, তার তিকটতম প্রতিদ্বন্ধী মাহফুজ মামুন পেয়েছেন ২১ ভোট।

সাংস্কৃতিক ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জহির রায়হান সোহাগ ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী জামান আক্তার পেয়েছেন ২২ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে সোহেল সজীব ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী সনজিদ কর্মকার পেয়েছেন ২০ ভোট। দপ্তর সম্পাদক পদে আবুল হাশেম ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী মফিজুর রহমান জোয়াদ্দার পেয়েছেন ২২ ভোট। কার্যকারী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন ৫জন তার মধ্যে, শাহ আলম সনি পেয়েছেন ২৬ ভোট, আজাদ মালিতা পেয়েছেন ২৪ ভোট, রফিকুল ইসলাম পেয়েছেন ২৪ ভোট, শামীম রেজা পেয়েছেন ২৩ ভোট অন্যান্যদের মধ্যে রিফাত রহমান ২২ ভোট, খাইরুজ্জামান সেতু ২২ ভোট এবং পলাশ উদ্দীন ২২ ভোট। তিনজন সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ায় লটারীর মাধ্যমে পলাশ উদ্দীন নির্বাচিত হয়।

অপরদিকে, সাংবাদিক সমিতির অন্যান্য পদে যারা নির্বাচিত হয়েছেন, সহ-সভাপতি পদে খাইরুল ইসলাম ২৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী রানা কাদির পেয়েছেন ২২ ভোট। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে রেজাউল করিম লিটন ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী রুহুল আমিন রতন পেয়েছেন ২০ ভোট। অর্থ সম্পাদক পদে আলমগীর কবির শিপলু ২৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্ধী উজ্জল মাসুদ পেয়েছেন ২০ ভোট। ক্রীড়া সম্পাদক পদে আনজাম খালেক বিনা প্রতিদ্বন্ধীতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন পরিচালনা করেন আহ্বায়ক অ্যাড. সোহরাব হোসেন, কমিটির সদস্য অ্যাড. আবুল বাশার ও অ্যাড. ফিরোজ হোসেন।

উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব ও বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা ইউনিটের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল ১৩ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র বাছাই ও বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয় ১৪ জানুয়ারি। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল ১৫ জানুয়ারি। পরদিন ১৬ জানুয়ারি চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। গতকাল শনিবার ২৭ জানায়ারি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ সম্পন্ন শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

আলমডাঙ্গায় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী মতবিনিময় সভায় রাজ্জাক খান

আলমডাঙ্গায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক খান নির্বাচন পরবর্ত্তী নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

তিনি আজ শনিবার বিকেলে ওয়াপদা চত্বরের এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক খান বলেন,আমি মাত্র ১৬ দিন নির্বাচন করে আপনাদের ভালবাসায় শিক্ত হয়েছি।

আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন,তারা নির্বাচনে আমাকে জয়লাভ করার জন্য একাকার হয়ে কাজ করেছেন। অল্প দিনের মধ্যে আমি অনেকের নাম আয়ত্ব করেছি। আমি অনেকের নাম জানি,বহু নাম আমার মোবাইলে সেভ করা আছে। একটি একটি করে ফোন আসে, আমি তাদের সাথে কথা বলি। আমি মনে করি আমরা ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছি। আমরা একটা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি যেটা দেখেছি, মানুষ কেঁদেছে,মানুষ বলেছে,ভোট দেবো কোথায়? একটা জায়গা পেয়েছি সেটা হলো ফ্রীজ। আমি আবেগে আপ্লুত হয়েছি। একটা ভাই জড়িয়ে ধরে বললো ভোটটা দিয়ে ফেলেছি, আমি বললাম কোথায় দিয়েছেন, তিনি বললেন ১৪ টি ভোট ফ্রীজে দিয়েছি। এভাবে এই নির্বাচনে আমার প্রতি মানুষ যে ভালোবাসা দেখিয়েছে তা কখনো ভূলে যাবার নয়। আমি আপনাদের এই ভালোবাসায় কৃতজ্ঞ।

তিনি বলেন,আগামীতে আমি নৌকার মনোনয়ন নিয়ে আবার ভোট করবো,আপনারা এভাবেই আমার সাথে থাকবেন। আমি চুয়াডাঙ্গার এই জনপদকে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধির জনপদ হিসেবে গড়ে তুলবো। আর আমার কর্মিরা এখন থেকে উপজেলাসহ প্রতিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক

চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রাশিদুজ্জামান দুদু, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মেম্বার এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি মঞ্জুর রহমান জান্টু, সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা আবু তালেব, মেম্বার এ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক লাল্টু রহমান মেম্বার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সমসের মল্লিক, লিটন খান, ওলিউর রহমান খান।

যুবলীগ নেতা রেজাউল ইসলামের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর খান, মহসীন আলী, আনিসুর রহমান, রনি আহম্মেদ, নুহ মেম্বার, আব্দুল মজিদ, মুস্কানিন মেম্বার, মানোয়ার হেসেন, নাসির মাষ্টার, লাভলু চৌধুরি, কৃষকলীগ নেতা আলতাব হোসেন, আতিয়ার রহমান, ইছাহাক মন্ডল, আকতারুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা রোভার স্কাউটসের সুবর্ণ জয়ন্তী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

“স্কাউটিং করবো “স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো” এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ মাঠে দিনব্যাপী ডে-ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ মাঠে চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক ও নিগার সিদ্দিক ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আবু নাসিরের সভাপতিত্বে ডে-ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক( শিক্ষা ও আইসিটি) মোঃ কবির হোসেন।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দক্ষ, যোগ্য ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে রোভার স্কাউটের বিকল্প নেই।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। আগামী ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের

আমরা যে স্বপ্ন দেখছি সেটা বাস্তবায়নের দেশের অন্যান্য সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের মতো কাজ করে যাচ্ছে রোভার স্কাউটসের সদস্যরা। আমি মনে করি ছাত্র জীবনের শুরুতেই স্কাউটিং এর মত একটি সামাজিক সংগঠনের সাথে কাজ করা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দরকার কারণ এখান থেকেই একজন শিক্ষার্থী নিজেকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

স্বাগত বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার রোভারের সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান বলেন, স্কাউটিং নতুন প্রজন্মকে নৈতিক ও জীবনধর্মী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তরুণদের মাঝে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল গুণাবলী বিকশিত হয়। ফলে স্কাউট সদস্যরা সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছে এবং সচেতন দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলছে। পরোপকারি হিসেবে সমাজ সেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোভিড-১৯ কালীন স্কাউট সদস্যদের সেই আন্তরিকতা আমরা দেখতে পেয়েছি। স্কাউট আন্দোলনকে আরও বেগমান করার জন্য আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী রোভার মুট আগামী ১-৫ মার্চ রোভার পল্লী বাহাদুরপুর গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হবে। এর পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে একযোগে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মতো চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের এই ডে- ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার আয়োজিত এই ডে ক্যাম্পে ২৫টি দল অংশগ্রহণ করে এবং একজন রোভার স্কাউট লিডারের নেতৃত্বে ৮জন করে রোভার প্রতিটি দলে অংশগ্রহণ করে।

ক্যাম্প ভেন্যুতে রিপোর্টিং-এর মাধ্যমে শুরু হয় ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। যার যার জন্য নির্ধারিত তাবু এড়িনা আবাস উপযোগী করে গড়ে তোলা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাজিয়ে নেয়ার কাজ সম্পন্ন করে রোভার স্কাউটরা।

সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ক্যাম্পের কার্যক্রম তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান উদ্বোধনী-সমাপনি, স্কাউট স্কিল এবং নলেজ স্টেশন।

নিজের স্কিল উন্নয়নে রোভার স্কাউটরা কোড অ্যান্ড সাইফার, পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, অনুমান ও পযবেক্ষণ, নলেজ স্টেশন, রোড টু পিআরএস, আমার লগবুক এবং বেটার ওয়ার্ল্ড ফ্রেম ওয়ার্ক কার্যক্রমে অংশ নেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক নজরুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ মাকসুদুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভার নেতা আব্দুল মুকিত জোয়ার্দ্দার।

আরও উপস্থিত ছিলেন আব্দুল ওয়াদুদ শাহ্ ডিগ্রী কলেজের ইউনিট লিডার বশির আহম্মেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের সহকারী কমিশনার( আইসিটি) এমদাদ হোসেন, সহকারী কমিশনার ও উথলী কলেজ রোভার দলের ইউনিট লিডার রাশেদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ও কার্পাসডাঙ্গা ডিগ্রী কলেজের ইউনিট লিডার সাইফুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজ রোভার দলের ইউনিট লিডার লিয়াকত আলী, দর্শনা ডি.এস ফাজিল মাদ্রাসা রোভার দলের ইউনিট লিডার মুনজুর আহমাদ, জীনননগর ডিগ্রী কলেজ গার্ল ইন রোভার দলের ইউনিট লিডার খাদিজা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সিনিয়র রোভার মেট সাকিব বিশ্বাস সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা রোভারের ইউনিট লিডার ও রোভারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৫২৩ তম সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর পদধ্বনির - ১৫২৩তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২৩তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল।

স্বরচিত লেখা পাঠ করেন শহিদুল ইসলাম,হুমায়ুন কবীর,সুমন মালিক,কাজল গুনু,,আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল,ডা. তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা

করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহয়োগী অধ্যাপক ড. মুন্সি আবু সাইফ। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ,শেখ পিন্টু,মিনারুল ইসলাম এবং আশরাফুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় ইউএনও’র নিরাপত্তা কর্মী আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ইউএনও অফিস ও সদর উপজেলার আনসার ব্যারাকের শৌচাগার থেকে জামাল উদ্দিন(৫৫) নামে অচেতন অবস্থায় এক আনসার সদস্যকে উদ্ধার করে হয়। উদ্ধার পরবর্তীতে রাত সাতটার দিকে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জামাল উদ্দিন কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার পান্টি ইউনিয়নের ঠাকুরবাড়িয়া গ্রামের গঞ্জের আলীর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফাতেমা-তুজ-জোহরার নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন।

উদ্ধারকারী আনসার সদস্য সাইদুর রহমান বলেন, জামাল উদ্দিনসহ আমরা কয়েকজন সদস্য ডিউটিতে ছিলাম। এর মধ্যে যে কোনো এক সময় জামাল উদ্দিন আনসার ব্যাকারের শৌচাগারে যান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে আমরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকি। পরে আনসার ব্যারাকের শৌচাগার মধ্যে জামাল উদ্দিনকে পড়ে থাকতে দেখি। দ্রুত জামাল উদ্দিনকে উদ্ধার করে

সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আফরিনা ইসলাম বলেন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর জামাল উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্ট্রোক করেছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলি বলেন, সদর উপজেলার আনসার ব্যাকারের শৌচাগার থেকে এক আনসার সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক ধারণা করা হচ্ছে তিনি স্ট্রোক করেছেন। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান, প্রায় ৯ লাখ টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গায় পাঁচটি ইটভাটায় অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনার অভিযোগে এসব ভাটাকে ৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাহাদাত হোসেনের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত এই অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মোঃ হাবিবুল বাসার, সহকারী বায়োকেমিস্ট (প্রসিকিউটর) নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান চলাকালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গহেরপুর মাঠ এলাকার সুপার ব্রিকস মালিক আফতাব হোসেনকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, একই এলাকার জেবিএম ব্রিকসের মালিক মুকুল হোসেনকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের বন্ডবিল এলাকার এমএসবি ব্রিকসের মালিক আনিছ খনিকে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা, জামজামি

ইউনিয়নের ঘোষবিলা গ্রামের (ভিভিবি) ব্রিকসের মালিক ছাবদুল হোসেনকে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা ও জে ব্রিকসের মালিক শহিদুল ইসলামকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তাৎক্ষণিক জরিমানার টাকা আদায় করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মোঃ হাবিবুল বাসার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এসব ইটভাটায় ইট পোড়ানো হচ্ছিল। এসব ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নাই এবং জেলা প্রশাসনের কোনো অনুমতি নেই। এ সুযোগে অবৈধভাবে বনজ কাঠ পুড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করছে। আর এই অভিযান অব্যাহত থাকবে জানান তিনি।

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে এসএসসি পরিক্ষার্থীর আত্ন*হত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামে মা বাবার উপর অভিমান করে সুজয় বিশ্বাস (১৬) ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সে খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী। সুজয় বিশ্বাস দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামের কার্তিক মাঝির ছেলে।

জানা যায়,গতকাল বুধবার (২৪ জানুয়ারি) রাত ১০ টার দিকে মা বাবা পড়াশুনার জন্য গালিগালাজ করলে সবার অজান্তে নিজ শয়ন কক্ষে সুতার রশি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির লোকজন টের পেয়ে ডাকাডাকি করলে কোন শব্দ না পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখে আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়েছে। বাড়ির লোকজন চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন এসে সুজয় বিশ্বাসের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত নিরব হোসেন ঘটনার সত্যতা

স্বীকার করে বলেন,মা বাবার কোন অভিযোগ না থাকায় ময়না তদন্ত ছাড়ায় মা বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামে নগদ অর্থ ও স্বর্ণের গহনা চুরির অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দোস্ত গ্রামে গেটের তালা ভেঙ্গে নগদ ৬ লাখ টাকা ও ৩ ভরি স্বর্ণের গহনা ও আসবাবপত্র চুরির অভিযোগ উঠেছে রাজু আহম্মেদ গংয়ের বিরুদ্ধে।

জানাযায় গত মঙ্গলবার বিরোধপূর্ণ বাড়িতে গেটের তালা ভেঙ্গে চুরি করছে বলে অভিযোগ করেছে বাড়ির মালিক মহাসিন। ঘটনার বিবরনে জানাগেছে, জমিসহ বাড়ি কিনে মহাসিন কিন্তু বাড়িতে উঠতে দিচ্ছে না রাজু আহম্মেদ।

ক্রেতা মহাসিন অভিযোগ করে বলেন আমি চুয়াডাঙ্গার দোস্ত গ্রামের ১৫ নং মৌজার ৩২৪ দাগের. ৭৭০ একরের মধ্যে.৫৬৮একর জমি ক্রয় করি দর্শনা মিজানুর রহমান মিজানের ভোগ দখল থাকাকালীন আমি তার কাছ থেকে ২৯ লক্ষ টাকায়। আমার রেজিষ্টি খরচ দিয়ে আমার প্রায় সাড়ে ৩২ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এই জমিসহ বাড়ি কিনে বসবাস করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে দোস্ত গ্রামের রাজু আহম্মেদ গং আমার বাড়ি থেকে জোর পূর্বক বের করে দেয়। আমি কোন উপায়ন্তর না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা আদালতে ১৪৫ ধারা জারি করি। আদালত বিষয়টি আমলে নিয়ে দর্শনা থানাকে তদন্ত করার নির্দেশ দেন। দর্শনা থানা পুলিশ নির্দেশ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সত্যতা পায়। পরে পুলিশ দুই পক্ষকে শান্ত থাকার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ অমন্য করে গত মঙ্গলবার রাজ আহম্মেদ গং বাড়ির গেটের তালা ভেঙ্গে মহাসিনের আসবাবপত্র নগদ টাকা সোনার চেইনসহ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে পালিয়ে আবার দখলে নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় অভিযোগ করেছে গনমাধ্যমের সংবাদকর্মীদের কাছে মহাসিন। এ

বিষয়ে রাজু আহম্মেদের সাথে মোবাইলে কথা বললে তিনি বলেন বাড়িটি আমাদের দখলে আছে এবং তার আসবাবপত্র টাকা পয়সা কিছুই ছিলনা।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে সন্তান প্রসবের পর সন্তান ফেলে মা উধাও

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাপিয়া নামের এক নারী কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন। এরপরই সন্তানকে অন্য এক রোগীর স্বজনদের কাছে রেখে উধাও হয়েছে ওই নারী। অনেক খোজাখুজির পর নবজাতকের মা’কে না পেয়ে নবজাতক নিয়ে সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দারস্থ হন ওই রোগীর স্বজনেরা। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সুত্রে জানাগেছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রসব ব্যথা নিয়ে স্বজনদের সঙ্গে পাপিয়া (২৬) নামে এক নারী হাসপাতালে আসেন। চিকিৎসক তাকে ভর্তি করে গাইনি ওয়ার্ডে পাঠান। সেখানেই নার্স-চিকিৎসকের সহযোগীতায় একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এই নারী। এর কিছুক্ষন পর ওই নারী মা সহ তার স্বজনরা নবজাতকে হাসপাতালে রেখেই উধাও হয়েছে। পাপিয়া খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কেষ্টপুর গ্রামের আলমগীরের স্ত্রী। তবে এঘটনার পরই এই নারীর সন্ধানে মাঠে নেমেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, জরুরি বিভাগ থেকে ভর্তি করে গাইনি ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। গাইনি ওয়ার্ডে নার্স-চিকিৎসকের সহযোগীতায় কন্যাসন্তান প্রসব করেন তিনি। এরপরই নবজাতক রেখে চলে যায় হাসপাতালের সমাজসেবা অফিসের তত্ত্বাবধানে আছে শিশুটি।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, এই নারীকে আমরা সনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছি। তাকে পেলেই বিস্তারিত ঘটনা জানা যাবে।